দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 03 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

# বেসরকারি কলেজে শিক্ষক নিয়োগে অনিয়ম

এবারের এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে যুগান্তকারী বিপর্যয়ের পর পরই পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন কারণ অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সেসব রিপোর্ট থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অদক্ষ শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে পাঠদানে অনীহা বা অসামর্থ্যতাই প্রধান কারণ। আজকে দেশের আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠেছে বেসরকারি কলেজ। এসব কলেজ যেন লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। আর এগুলোর শিক্ষক নিয়োগে চলছে সীমাহীন অনিয়ম। গত ৯ সেপ্টেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে ঘোড়াশাল মুসা বিন হাকিম কলেজ-র নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, যেখানে উপাধ্যক্ষ পদে একজনসহ বাংলা, ইংরেজী প্রভৃতি ১৪টি বিষয়ে দুইজন এবং সমাজবিজ্ঞান ও মার্কেটিংয়ে তিনজন করে প্রভাষকের পাশাপাশি একজন করণিক—মোট ছত্রিশজন নিয়োগ করা হবে বলে জানা যায়। আমি সমাজবিজ্ঞানের প্রভাষক পদে দরখাস্ত করি। আমার লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার কার্ড এসে পৌঁছে ৩০ সেপ্টেম্বর। ১৩ অক্টোবর সকাল দশটায় পরীক্ষা দেবার জন্য ওই কলেজে গিয়ে হাজির হই। সমাজবিজ্ঞান বিষয়ের এক্সপার্ট আসতে দেরি করায় বেলা ১১:৫০-এ এক ঘন্টার লিখিত পরীক্ষা শুরু হয়ে ১২:৫০-এ শেষ হয়। দুপুর ২:৪৫-এ বিভিন্ন বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল একজন শিক্ষক ঘোষণা করা শুরু করেন। সমাজবিজ্ঞানে ১২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৬ জনকে নির্বাচন করা হয় মৌখিক পরীক্ষার জন্য। বিকেল ৪:৩৫-এ মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়। বিকেল ৫:৫০-এ প্রতিটি বিষয়ে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিতদের নাম ঘোষণা করা হয়। সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে আমি লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় সম্মিলিতভাবে দ্বিতীয় হই। আমাদের সবাইকে বলা হয় যে, আগামী দুই-তিনদিনের মধ্যেই যোগদানপত্র ডাক মারফত পৌঁছে যাবে। আমি অপেক্ষার প্রহর গুণতে থাকি নিয়োগপত্রের আশায়। কিন্তু গত ২৫ অক্টোবর দৈনিক ইত্তেফাকে আবার ঘোড়াশাল মুসা বিন হাকিম কলেজ-এর নিয়োগবিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়, যেখানে সমাজবিজ্ঞানে দুইজন, মার্কেটিং-এ তিনজন এবং মনোবিজ্ঞানে দুইজন প্রভাষক নিয়োগের কথা উল্লেখ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি দেখে ২৬ অক্টোবর ওই কলেজে উপস্থিত হয়ে জানতে পারি যে, কলেজের গভর্নিং বডি আমাদের নিয়োগ বাতিল করে আবার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন, যদি আদৌ নিয়োগই না দেয়া হবে, তবে আমাদের সঙ্গে প্রহসন করা হলো কেন? এভাবে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অনিয়ম হলে ফলাফল বিপর্যয় হতে বাধ্য। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এদিকে সুনজর দিলে আগামীতে হয়তো আর এ ধরনের ফল বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হবে না।

মোহাম্মদ হারুনুর রশিদ ভূঁইয়া,
৭৩৬ পূর্ব জুরাইন, ঢাকা ১২০৪।